আজকাল
কলকাতা ১৩ আষাঢ় ১৪১৪ বৃহস্পতিবার ২৮ জুন ২০০৭

# 'এসো কিছু করি'র সদস্য সংখ্যা হাজার পেরোল

আজকালের প্রতিবেদন: অর্কুটে 'এসো কিছু করি' কমিউনিটির সদস্য সংখ্যা হাজার পার হল। বুধবার বিকেলে যখন এই প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে তখন এর সদস্য সংখ্যা ঠিক ১১০৫ জন। মাত্র এক বছরে এরকম একটি 'কমিউনিটি'র সদস্য সংখ্যা হাজার পার হওয়া অবশ্যই বিরল ঘটনা। দুনিয়া জুড়ে অর্কুটের ঝড় উঠেছে। জানলা, দরজার কপাট পড়ছে সশব্দে। খিল, শিকল, ছিটকিনি, লকে তাদের আটকায় সাধ্যি কার! খট্ খট্ আওয়াজে কম্পিউটার কথা বলে। বলেই চলে সারাক্ষণ। কী কথা? সে কথা কি ভালবাসার? রাগের? নাকি শুধুই নিষ্ফলা সময় কাটানোর ব্যর্থ চেষ্টা? অপরিণত, এলোমেলো চিন্তার হাবিজাবি সব? এই বাংলাতেও এখন ঘরে ঘরে কি-বোর্ড, মাউস, মনিটর। তবু কম্পিউটারের 'কথা' নিয়ে কুয়াশা পুরো কাটেনি মন থেকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়েরা চিন্তিত। কেউ ভাবছেন, তবে কি মাদকের পথ বদলে কি-বোর্ডের পথে এল 'উচ্ছন্নে' যাওয়ার সময়? তাঁদের উদ্বেগ। গভীর রাতে কি-বোর্ডের 'নিষিদ্ধ' খটাখট্ শুনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকান ভুরু কুঁচকে।

কিন্তু সব দুশ্চিন্তা, সব অবিশ্বাস, কম জানা, ভুল শোনার মিথ্যেকে ম্যাজিকের মতো সরিয়ে দিয়ে ঝকঝক করে উঠেছে একদল ছেলেমেয়ে। অর্কুট ঝড়ের ধুলোবালি সরিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে আশ্চর্য সুর। কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বাজিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে দুনিয়া জুড়ে। সেই সুরের নাম— এসো কিছু করি। আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক, তথ্যচিত্র পরিচালক, ভাল কাজে উৎসাহী মধুমিতা দত্ত তাঁর কম্পিউটারের কি-বোর্ড টিপে অর্কুট বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কেমন হবে? কেমন হবে এমন একটা কিছু করতে পারলে যেখানে আমরা সবাই কিছু করতে পারব? যাদের অর্থ ছাড়া অনেক কিছু আছে তাদের জন্য কিছু করতে পারব? মনিটরের পর্দাতেই লাফিয়ে উঠেছিল মধুমিতার বন্ধুরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিন, কোরিয়া, ব্রিটেন, সুইৎজারল্যান্ড, জার্মানি, কানাডা, দুবাই, অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বন্ধুরা। বয়েসের নেই কোনও বাধা। ষাট পেরিয়ে যাওয়া অসীম গুপ্ত থেকে কলেজ ছাত্র হৃদয় ভট্টাচার্য পর্যন্ত। বলেছিল, 'এগিয়ে চলো, আমরা আছি।' অর্কুটের সেই চমৎকার কমিউনিটি মধুমিতা তৈরি করল ২০০৬ সালের ৩০ জুন। ঠিক করে ফেলল নাম— 'এসো কিছু করি'। লোগো তৈরি করে ফেললেন শিল্পী দেবব্রত ঘোষ। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল বার্তা। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতে হয়ে গেল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন। কম্পিউটারের কথা যেন প্রাণ পেল, মন পেল কাগজে! কিছু করার তাগিদে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উজ্জ্বল বাঙালি ছেলেমেয়েরা একজোট হতে লাগল এখানে। ভাবা যায়! কম্পিউটারের হাতছানিতে উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয়ে যাঁরা কাঁটা হয়ে আছেন তাঁরা শুনলে কী বলবেন? কী করছে মধুমিতাদের 'এসো কিছু করি'? প্রথম তারা হাত দিয়েছে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর কাজে। ঠিক হয়েছে দু'জন মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীকে লেখাপড়ার পুরো খরচ দেবে অর্কুটের এই কমিউনিটি। সঙ্গে ১৫ জনের আংশিক খরচ। দরিদ্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রছাত্রীরাও একজন করে পাচ্ছেন এই সহযোগিতা। এর সঙ্গে তৈরি হল ওয়েবসাইট। **www.ekk.org.in.** অর্কুটের আড্ডা, হাসি, গান, সিনেমা, ভালবাসা আর রাগারাগির পাশাপাশি এতগুলো মেধাবী ছেলেমেয়ে মেতেছে ভাল কাজ করার আনন্দে। পাঁচ কথার ফাঁকে কম্পিউটার ফিসফিসিয়ে বলছে— হ্যাঁরে, কিছু করলি? টাকা জোগাড় হল?

http://www.aajkaal.net/report.php?hidd_report_id=81217